أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/২)

www.motaher21.net

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ

তাদের হিদায়াত দানের দায়িত্ব আপনার নয়;

Hadayat is not your own responsibility.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৭২

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

মানুষকে হিদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত হয়নি। আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন। তোমরা যে ধন-সম্পদ দান–খয়রাত করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যই তো অর্থ ব্যয় করে থাকো। কাজেই দান-খয়রাত করে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং এক্ষেত্রে কোনক্রমেই তোমাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

২৭২ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবাগণ তাঁদের মুশরিক আত্মীয় স্বজনদের সাথে আদান-প্রদান করতে অপছন্দ করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন

(لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ)

‘তাদের হিদায়াতের দায়িত্ব তোমার ওপর নয়’ আয়াতটি অবতীর্ণ হল। (নাসাঈ হা: ১১৫২, সহীহ)

সাঈদ বিন যুবাইর থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত, মুসলিমগণ যিম্মী কাফিরদের দান-সদাকাহ করত। যখন মুসলিম দরিদ্রদের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তেমাদের দীনের অনুসারী ছাড়া অন্য কাউকে দান-সদাকাহ করো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় (ইবনু আবী শাইবা ২/১০৪)।

যাই হোক, রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দায়িত্ব হল দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া, কল্যাণ কাজে মানুষকে উৎসাহ দেয়া এবং অন্যায় ও খারপ কাজ থেকে নিষেধ করা। হিদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলা, তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথের হিদায়াত দিয়ে থাকেন।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)

“তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎ পথ অনুসারীদেরকে।” (সূরা কাসাস ২৮:৫৬)

لِلْفُقَرَا۬ءِ ‘ফকিরদের জন্য’ এখানে ফকির দ্বারা মুহাজিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা মক্কায় সবকিছু ছেড়ে রিক্তহস্তে মদীনায় চলে এসেছেন। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কোথাও যেতে পারেন না, যুদ্ধ জিহাদে ব্যস্ত থাকার কারণে যারা তাদেরকে চেনে না, তারা মনে করে এদেরকে দানের কোন প্রয়োজন

নেই। কেননা তারা চায় না, তাদের আচার-আচরণ ও চাল-চলনে সে রকম কিছু বুঝা যায় না। এদেরকে দান করা খুব নেকীর কাজ।

(إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ)

'আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় কর' যখন একজন মুসলিম একমাত্র আল্লাহ তা ' আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করবে তখন সে প্রত্যেক ব্যয়ের জন্য নেকী পাবে।

প্রথমদিকে মুসলমানরা নিজেদের অমুসলিম আত্মীয়-স্বজন ও সাধারণ অমুসলিম দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করার ব্যাপারে ইতস্ততঃ করতো। তারা মনে করছিল কেবলমাত্র মুসলিম অভাবী ও দরিদ্রদের সাহায্য করলেই তা আল্লাহর পথে সাহায্য হিসেবে গণ্য হবে। এই আয়াতে তাদের এই ভুল ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, এসব লোকের মনে হিদায়াতের মর্মবাণী সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া তোমরা দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কেবল এদের কাছে হক কথা পৌঁছিয়ে দেয়া। হক কথা পৌঁছিয়ে দিয়েই তুমি দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছো। এখন তাদের অন্তর্দৃষ্টি দান করা বা না করা আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত। আর তোমরা নিছক তাদের হিদায়াত গ্রহণ না করার কারণে পার্থিব অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাদের অভাব মোচনের ব্যাপারে ইতস্তত করো না কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে কোন অভাবী লোকের সাহায্য করো না কেন, আল্লাহ তার প্রতিদান অবশ্যি তোমাদের দেবেন।

তফসীরের বর্ণনায় এই আয়াতের শা'নে নুযূল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মুসলিমরা তাদের মুশরিক আত্মীয়-স্বজনদেরকে সাহায্য করা বৈধ মনে করত না এবং তারা চাইত যে, এরা (মুশরিকরা) মুসলিম হয়ে যাক। তাই মহান আল্লাহ বললেন, হিদায়াতের পথে নিয়ে আসা তো কেবলমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। আর দ্বিতীয় কথা বলা হল যে, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পুরাপুরি প্রতিদান তোমরা পাবে। এ থেকে জানা গেল যে, দান করে অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাতেও নেকী পাওয়া যায়। তবে যাকাত কেবলমাত্র মুসলিমদের অধিকার, তা কোন অমুসলিমকে দেওয়া যেতে পারে না।

মুশরিকদেরকে দান করা প্রসঙ্গ

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মুসলিম সাহাবীগণ তাঁদের মুশরিক আত্মীয়দের সাথে আদান-প্রদান করতে অপছন্দ করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন এই ২৭২নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাঁদেরকে তাঁদের মুশরিক আত্মীয়দের

সাথে লেনদেন করার অনুমতি দেয়া হয়। (হাদীসটি সহীহ। সুনান নাসাঈ -৬/৩০৫/১১০৫২, মুসতাদরাক হাকিম-২/২৮৫) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেনঃ ‘সাদাকাহ শুধুমাত্র মুসলিমদেরকে দেয়া হবে।’ যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ‘ভিক্ষুক যে কোন মতাবলম্বী হোক কেন, তোমরা তাদেরকে সাদাকাহ প্রদান করো। (হাদীসটি য ‘ঈফ। তাফসীর ইবনু আবী হাতিম)

আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি-

﴿لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ﴾

‘দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়নি’ (৬০ নং মুমতাহিনাহ, আয়াত-৮) এই আয়াতের তাফসীরে ইনশা’ আল্লাহ্ আসবে। এখানে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَاتُنفِقُوْامِنْخَيْرٍفَلانفُسِكُمْ ‘তোমরা যা কিছু খরচ করবে তা নিজেদের উপকারের জন্যই করবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ﴿وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ﴾

যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা। (৩০ নং সূরাহ্ রূম, আয়াত নং ৪৪) অপর আয়াতে মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ﴾

যে ব্যক্তি ভালো কাজ করলো তা তার নিজের জন্যই করলো। (৪১ নং সূরাহ্ হা-মীম সাজদাহ, আয়াত নং ৪৬) এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ وَمَاتُنْفِقُوْنَإِلَّاابْتِغَاءَوَجْهِاللهِ হাসান বাসরী (রহঃ) বলেনঃ ‘মুসলিমের প্রত্যেক খরচ মহান আল্লাহ্র জন্যই হয়ে থাকে, যদিও সে নিজেই খায় ও পান করে।’ (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ৩/১১৫) ‘আতা খুরাসানী (রহঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ যখন তুমি মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করবে তখন দান গ্রহীতা যে কেউ হোক না কেন এবং যে কোন কাজই করুক না কেন তুমি তার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে।’ (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ৩/১১৫) এই ভাবার্থটিও খুব উত্তম। মোট কথা এই যে, সৎ উদ্দেশ্যে দানকারীর প্রতিদান যে মহান আল্লাহ্র দায়িত্বে রয়েছে তা সাব্যস্ত হয়ে গেলো। এখন সেই দান কোন সৎ লোকের হাতেই যাক বা কোন মন্দ লোকের হাতেই যাক, এতে কিছু যায় আসে না। সে তার সৎ উদ্দেশের কারণে প্রতিদান পেয়েই যাবে। যদিও সে দেখে-শুনে ও বিচার-বিবেচনা করে দান করে থাকে অতঃপর ভুল হয়ে যায় তাহলে তার দানের সাওয়াব নষ্ট হবে না। এ জন্য আয়াতের শেষে প্রতিদান প্রাপ্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ :تُصُدِّقَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ :تُصُدِّقَ الليلة على غني، قال :اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بصدقة، فخرج فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ :تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ :اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ :أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ.

'এক ব্যক্তি ইচ্ছা করলোঃ 'আজ আমি রাতে দান করবো।' অতঃপর সে দান নিয়ে বের হয় এবং একটি ব্যভিচারিনীর হাতে দিয়ে দেয়। সকালে জনগণের মধ্যে এই কথা নিয়ে সমালোচনা হতে থাকে যে, এক ব্যভিচারিণীকে সাদাকাহ দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে লোকটি বললোঃ 'হে মহান আল্লাহ্! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা যে, আমার দান ব্যভিচারিণীর হাতে পড়েছে।' আবার সে বললোঃ 'আজ রাতেও আমি অবশ্যই সাদাকাহ প্রদান করবো। অতঃপর এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়। আবার সকালে জনগণ আলোচনা করতে থাকে যে, রাতে এক ধনী লোককে দান করা হয়েছে। সে বললোঃ হে মহান আল্লাহ্! আপনার জন্যই সমুদয় প্রশংসা যে, আমার দান একজন ধনী ব্যক্তির ওপরে পড়েছে।' আবার সে বললোঃ 'আজ রাতেও আমি অবশ্যই দান করবো।' অতঃপর সে এক চোরের হাতে দিয়ে দেয়। সকালে পুনরায় জনগণের মধ্যে আলোচনা হতে থাকে যে, রাতে এক চোরকে সাদাকাহ দেয়া হয়েছে। তখন সে বললোঃ হে মহান আল্লাহ্! আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, আমার ব্যভিচারিণী, ধনী ও চোরের হাতে পড়েছে।' অতঃপর সে স্বপ্নে দেখে যে, একজন ফিরিশতা এসে বলেছেনঃ তোমার দানগুলো মহান আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হয়েছে। সম্ভবত দুশ্চরিত্র নারীটি তোমার দান পেয়ে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে,হয়তো ধনী লোকটি এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং সেও দান করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, আর হতে পারে যে, মাল পেয়ে চোরটি চুরি করা ছেড়ে দিবে।' (সহীহুল বুখারী-৩/৩৪০/১৪২১, ফাতহুল বারী -৩/৩৪০, সহীহ মুসলিম-২/৭০৯/৭৮, মুসনাদ আহমাদ -২/৩২২)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কাফিরদেরকেও সাধারণ দান-সদাকাহ দেয়া জায়েয আছে। তবে যাকাত দেয়া যাবে না কেননা তা কেবল মু' মিনদের হক।

২. দানের ক্ষেত্রে নিয়ত ঠিক রাখা আবশ্যক।

৩. প্রয়োজনের তারতম্য অনুযায়ী দান-সদাকার মর্যাদায় কম-বেশি হয়।